পাঠক ফোরাম

মধ্যযুগীয় বর্বরতা

স্কুলছাত্র শিহাবকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। কি ছিল তার অপরাধ? স্বাভাবিকভাবে বাঁচার অধিকারটুকুও কি আমরা হারাতে বসেছি। একজন স্কুলছাত্রকে অপহরণ, হত্যা এবং টুকরো টুকরো করে কাটার যে ভয়াবহতম ঘটনাটি ঘটেছে তা স্মরণকালের জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হতে বাধ্য। আইনের দীর্ঘতম প্রক্রিয়া নয়, সংক্ষিপ্ত আদালতে এই ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সব অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হোক। এই পৈশাচিক ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে লাখ লাখ বাবা-মায়ের মনের উৎকণ্ঠা দূর করা হোক।

জুন ইসলাম
স্থাপত্য অনুষদ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখ ও মুখোশ

পিন্টু-সুমনের পর্নো কেলেঙ্কারির পর এবার ঢাবি'র ছাত্র রোকনের নির্লজ্জ ইতরামি। পুলিশ পিন্টুকে গ্রেপ্তার করেছে, সুমন পালিয়েছে আমেরিকায়, ঢাবি কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করেছে রোকনকে, তারপর? সবকিছুর সমাধান হয়ে গেলো? সব নির্লজ্জ কর্মকান্ড বৈধ হয়ে গেলো? পিন্টু-সুমন-রোকনদের পর্নো ভিডিও বাজারে চলে এসেছে, কাটতিও প্রচুর– এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কী ভাবছেন? কী করছেন? পুলিশের ভূমিকাই বা কী? আর আমরা, দেশের সচেতন নাগরিকরা? তথাকথিত সভ্য, সংস্কৃতবান, রুচিশীল, শিক্ষিত সমাজের সদস্যদের ভূমিকা কী এ ব্যাপারে... বলতে লজ্জা হয়, গ্লানিতে নত হয়ে আসে বেঁচে থাকা। তবু সত্য তো এই যে, আমরাই পিন্টু-সুমন-রোকনদের পর্নো ভিডিও'র প্রধান দর্শক। বাইরে ভালোমানুষীর মুখোশ এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

তানভির আহমেদ
হাউজিং এস্টেট, সিলেট

শংকিত পদযাত্রা

যেযুগে মানুষ চাঁদে গিয়ে বসবাস করার স্বপ্ন দেখে, আমরা তখন খাল পার হয়ে ওপারে কিভাবে যাওয়া যায় তাও ভাবতে পারি না। অতীতগামিতা আমাদেরকে এমনভাবে হিপ্নোটাইজ করে রেখেছে যে, জাতির জনক আর স্বাধীনতার ঘোষকের কিস্সা দিয়েই তিরিশ বছর কাটিয়ে দিলাম। অথচ কাজের কাজ কিছু তো হলোই না, কিস্সাও খতম হলো না। উল্টো জাতির শালা খন্দকার মোশতাকের আবির্ভাব হলো। শোনা যাচ্ছে কুখ্যাত মোশতাকের প্রেতাত্মা নাকি ফ্রেমে বন্দী হয়ে সরকারি ভবনগুলোতে ঠাঁই পেতে চলেছে। এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সিন্দাবাদের ভূতের মতো জামায়াতে ইসলামী বেশ জোরেসোরে বিএনপি'র ঘাড়ে জেঁকে বসেছে এবং অনুমান করতে পারছি খুব শীঘ্রই বিএনপি'র ওপর সোলেমানী ডান্ডা ঘুরাতে শুরু করবে। ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো গুটিকতক ইহুদি যেমন যুগ যুগ ধরে মার্কিন শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে একই ভাইরাস বহনকারী জামাতি ক্যাডার নামক ইহুদিরা বাংলাদেশের প্রশাসনকে করতলগত করে ফেলবে, এটা ভাবতেই একজন বিএনপি সমর্থকের মনে হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায় বৈকি!

আতিক, Jamaica, New york, U.S.A

দুর্নীতি

নীলফামারী জেলায় সরকারি চাকরি করাকালীন, একবার পোস্টিং পাওয়া গেলে নাকি আলাদিনের চেরাগ পাওয়া যায়। এবং সেই চেরাগের বদৌলতে নাকি রাতারাতি কোটিপতিতে পরিণত হওয়া যায়। অভূতপূর্ব ধন-সম্পত্তির মালিক হওয়া যায়। এটা অনেকের জীবনেই বাস্তব সত্য। গত ১৪ নবেম্বর, ১৯৯৬ সাল থেকে ১৫ নবেম্বর, ২০০০ সাল পর্যন্ত নীলফামারীতে কার্যকালীন সময়ে, জেলা প্রশাসকের অচিন্তনীয় প্রাচুর্য এবং রাতারাতিই কোটিপতি হবার ভাগ্য থেকেই সেটা উপলব্ধি করা যায়। একজন জেলা প্রশাসক ইচ্ছে করলেই বিভিন্ন প্রকার অবৈধভাবে প্রচুর অর্থ আয় করতে পারে না। সেটাই অত্যন্ত ভালোভাবেই প্রমাণ করেছেন তিনি। তিনি এই কার্যকালীন সময়ে যতোভাবে পেরেছেন, ততভাবেই যেনতেন প্রকারে দুর্নীতির মাধ্যমে বেপরোয়াভাবে দুই হাতে অর্থ কামাই করতে, অবৈধ অর্থ, সোনার অলঙ্কার উপহারগুলো নিতে কোনো দ্বিধাবোধ করেননি, কাউকেই তিনি ফিরিয়ে দেননি।

ডাক্তার আবুল হাসান (বুলু)
সৈয়দপুর, নীলফামারী

জিহাদ নয় সন্ত্রাস

যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ অনুযায়ী গত ১১ সেপ্টেম্বর আল-কায়েদা গোষ্ঠী যে কীর্তিটি করেছিলো সেটি ছিলো পৈশাচিকতায় ভরা। আজ যখন মার্কিন বাহিনী তার শোধ তুলছে তখন এই গোষ্ঠী ডাক দিচ্ছে তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 'জিহাদের'। ইসলামী লেবাসে তারা যেটা করবে সেটা জিহাদ আর যুক্তরাষ্ট্র করলে আগ্রাসন। ইসলাম ইসলাম করে মুখে ফেনা তুললেও তারা আড়াল করতে চায় ইসলাম কখনই নিরীহ মানুষকে হত্যায় প্রলুব্ধ করে না, তাকে যতোই ইসলামী লেবাস দেয়া হোক। বরং যুক্তরাষ্ট্র যা করছে সেটা সন্ত্রাসেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সন্ত্রাসী যদি আফগানিস্তান হয়, সন্ত্রাসীকে যদি মোল্লার দল জামাই আদর দেয় তখন মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানে হামলা করতেই পারে। আজ যারা আফগানি নিরপরাধদের জন্য বিলাপ করছেন তাদের বলি, টুইন টাওয়ারে যারা ছিলো তারা নিরপরাধ নিরীহ মানুষই ছিলো। তাদের কেউ কেউ ছিলো মুসলমানও।

কায়কাউস
ঢাকা

উন্নয়ন কেন হয় না

স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত যতো বিদেশী সাহায্য এসেছে তার পঞ্চাশ ভাগও যদি উন্নয়নের কাজে ব্যয় হতো তাহলে বাংলাদেশ আজ উন্নত দেশে পরিণত হতো। বিদেশী সাহায্যের মাত্র কুড়ি ভাগ ব্যয় হওয়ায় দেশের অধিকাংশ এলাকায়ই উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। ৩০ লাখ কোটিপতির জন্মও হয়েছে এসব বিদেশী সাহায্য হাতিয়ে নেয়ার ফলে। এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন না হওয়ার অন্যতম কারণ পুকুর চুরি হলেও রাজনৈতিক হানাহানিও কম দায়ী নয়। এমন অনেক জেলা আছে যেখানে একই দলের একাধিক গ্রুপ রয়েছে। যা অনেকটা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার শামিল। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ বা উন্নয়নের কথা বলা হলেও রাজনীতিবিদদের চরিত্র ঠিক না হলে এর কোনোটাই সম্ভব নয়। মঞ্চে-ময়দানে গলা ফাটিয়ে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ানো এবং নিজের প্রশংসা নিজে করে আর যাই হোক উন্নয়ন হয় না। এজন্য দরকার দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি ভালোবাসা।

ফারিসা ফারজিন, গুলশান, ঢাকা

প্রত্যাশা এবং বাস্তবতা

বিদেশী সাহায্যের বিষয়ে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান শুরুতে খুব আশাবাদী ছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি বলেছেন, বড় ধরনের সম্মেলনগুলোতে এভাবে সরাসরি সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টিও যে কোনো সম্মানজনক দেশের জন্য অপমানজনক। বহু প্রতীক্ষিত প্যারিস সম্মেলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রত্যাশা অনুরূপ ফলাফল লাভ করতে পারেনি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর। প্যারিস সম্মেলনে দাতারা সংস্কার কর্মসূচি, সংসদ সবল, গণতন্ত্রের চর্চাসহ বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। অর্থমন্ত্রীও নতুনভাবে বলতে শুরু করেছেন। ফলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা ও বাস্তবতার ব্যবধান বেড়েই চলেছে।

রবিউল আলম, পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা

বিদিশার নেশা

একটি দেশের একজন সাবেক রাষ্ট্রপতি হিসেবে এরশাদ সাহেব যা করেছেন তা একান্তই সমালোচনার ঊর্ধ্বে। তার কূটনীতির কথা বহু আগে হতেই আলোচিত হলেও সাংবাদিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ আপামর জনগণ সব জেনে গেছে। চরিত্র জীবনের মুকুটস্বরূপ, আর যারা চরিত্রকে সংবরণ করতে পারে না, তাদের অন্তত কোনো দলের প্রধান হওয়া শোভা পায় না। তার পার্টির অবস্থা এমনিতেই অতল গভীরে চলে গেছে, আর এখন তো...। বিদিশাকে কি আর প্রশংসা করবো, সেও তো এরশাদের মতো কোনো অংশে কম নয়। সাত ঘাটের জল খাওয়া, এরচেয়ে উচ্চ প্রশংসা আছে কি? নারী হয়েও

নারীদের ঘৃণা করি, কারণ কিছু কিছু নারীও পুরুষের কারণেই ধ্বংস হচ্ছে। শুধু নারীরা যদি 'নিষ্পাপ মাতৃত্ব' শব্দটাকে শ্রদ্ধা করতে পারতো তাহলে এরশাদের মতো পুরুষরা প্রশ্রয় পেত না।

মমতা আহমেদ বুলবুলী
দর্শনা কলেজ পাড়া, চুয়াডাঙ্গা

যৌতুক প্রথা

সেদিন ছিল সোমবার। প্রতিদিনের মতোই কোম্পানির নির্ধারিত কাজ শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর আমার এক কোরিয়ান সহকর্মী প্রশ্ন করলো, গতকাল টিভি দেখেছ সকাল ১০টায়? আমি বললাম, না। টেলিভিশনে কি দেখিয়েছে? তোমাদের দেশের লোক যে কত খারাপ তা দেখিয়েছে। আমি কেমন চুপসে গেলাম। বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে বর পক্ষ প্রচুর স্বর্ণ লংকার টাকা যৌতুক নেয় আর যৌতুক ঠিক মতো না পেলে বর পক্ষ বৌকে পেটায়, কনের বাবা-মাকে অপমান করে। এমনকি বৌয়ের মুখে এসিড নিক্ষেপ করে ঝলসে দেয় তার সমস্ত সৌন্দর্য।

S.M. Ashaduz-zaman Aroun
Kwangju-City, South Korea

মাধ্যমিক প্রশ্নপত্র

এ বছর মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রে ভুল ছিল রেকর্ড পরিমাণ। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের এ ধরনের প্রশ্নপত্রে মেধা যাচাই যে কতটা সম্ভব তা প্রশ্নসাপেক্ষ। হিসাব বিজ্ঞানে চূড়ান্ত হিসাবপত্রে ভুল ছিল অসংখ্য। একটি প্রশ্নপত্র পরীক্ষার হলে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যাবার আগ পর্যন্ত তা সংশোধনের বা সমাধানের কি কোনই উপায় নেই? বোর্ড কর্তৃপক্ষের এ ধরনের অবহেলার কারণে আজ হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবন বিপন্ন হতে চলেছে।

সহিদুল ইসলাম জুয়েল
ভাষানটেক, ঢাকা

শহীদ নুরুন্নবী ছাত্রাবাস

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা নুরুন্নবী রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। '৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের সবচেয়ে বড় ছাত্রাবাসটি শহীদ নুরুন্নবীর নামে নামকরণ করে একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী বেশির ভাগ ছাত্র এমনকি কর্মচারীও উক্ত ছাত্রাবাসটিকে 'শহীদ নুরুন্নবী ছাত্রাবাস' না বলে 'মেইন হোস্টেল' বলে আখ্যায়িত করেন। একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার প্রতি অবজ্ঞা করা কি প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অবজ্ঞা করা নয়? তাই বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এখন থেকে 'শহীদ নুরুন্নবী ছাত্রাবাস' বলে উক্ত ছাত্রাবাসটিকে পরিচয় দেবার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

ভুল ভাঙল

গত ১৯ অক্টোবর ২০০১ সালে প্রকাশিত 'হাসিনার পরাজয় ও বুদ্ধিজীবী সন্ত্রাস' গোলাম মোর্তোজার লেখাটি যখন পড়লাম, লেখার ধরন দেখে আমি ধরেই নিয়েছিলাম তিনি নিশ্চয়ই বিএনপি'র একজন প্রতিষ্ঠিত কর্মী। কিন্তু ১৫ মার্চ ২০০২ সালে প্রকাশিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে লেখাটি পড়ে সত্যিই আমার ভুল ভাঙল। আসলে তিনি কোনো দলেরই কর্মী নন। শুধুই একজন বাস্তববাদী মানুষ বা লেখক। এতোদিনে বুঝতে পারলাম যে, অবশ্যই তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাপোর্ট করেন না। তিনি নিতান্তই জনগণের একজন প্রতিনিধি বা লেখক। তার মতো এরকম বাস্তববাদী ব্যক্তিই জনগণ চায়। মোর্তোজা আপনার দিকে ধেয়ে আসছে হয়ত কোনো বুলেট বা একটি তাজা বোমা। আশা করি, নিজের নিরাপদের ব্যবস্থা নেবেন। সব শেষে আপনার প্রতি রইল অসীম দোয়া এবং দীর্ঘজীবন কামনা।

দুলাল মাহমুদ, তামান জুরং, সিঙ্গাপুর

প্রসঙ্গ বদলি

বাংলাদেশ সরকারের সার্ভিস আইন অনুযায়ী যে কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী একই স্থানে তিন বছরের অধিক সময় কোনোভাবেই চাকরিরত অবস্থায় থাকতে পারবে না। এই বিধান রেলওয়ে সার্ভিসেও বলবৎ রয়েছে যে, গেজেটেড অফিসারগণ তিন বছরের বেশি একই কর্মস্থলে থাকতে পারবে না। একবার কোনো কর্মস্থল থেকে বদলি হলে আবার সেখানে কোনোক্রমেই পুনরায় পোস্টিং পাবেন না। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হইল সৈয়দপুর রেলওয়ে হাসপাতালে ডাক্তার ও স্টাফদের ক্ষেত্রে এ নিয়মের কোনো বালাই নেই। এ হাসপাতালে চাকরি নিয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন এমন নজিরও রয়েছে। বদলি ঠেকাতে রয়েছে অলিখিত একটি সমিতি।

এসএম আবু তালেব
সাহেবপাড়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী

হায় সমাজ!

জীবনের কঠিন বাস্তবতায় আমরা মনে হয় কাপুরুষ হয়ে যাচ্ছি। আমরা পারি না সমাজে মেয়েদের সমানভাবে দেখতে। আজো পারিনি যৌতুকের লোভ সামলাতে। পারিনি ওদের হাজারো স্বপ্নের একটি স্বামীর ভালোবাসার পূর্ণ মর্যাদা দিতে। আমরা এগুলোর পরিবর্তে ওদের উপহার হিসেবে দেই অত্যাচার আর নির্যাতন। এতোকিছুর পরও ওরা আমাদের বাহুডোরে থাকতে চায়। বিনিময়ে চায় শুধুই স্বামীর একটু ভালোবাসা। প্রত্যেক মেয়েই চায় স্বামীর সোহাগে সুখী হতে। সহায় সম্বলহীন বাবা দরিদ্রতার নির্মম কশাঘাতে আটকা পড়ে করুণার দৃষ্টিতে আনমনে ভাবে যৌতুক ছাড়া কে বিয়ে করবে আমার মেয়েকে! সহজ-সরল বিয়ের উপযুক্ত মেয়েটি কেবল বুকফাটা নীরব কান্নায়, আর্তনাদে দু'চোখ ভরে যায় কষ্টের নোনাজলে। হায়রে সমাজ!

জাহিদ হাসান
Singapore

অন্ধ গাফ্‌ফার চৌধুরী

গুজরাটে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হলো সাত শতাধিক মানব সন্তান। হলো মানবিক বিপর্যয়। এ নিয়ে প্রথম আলোয় প্রখ্যাত সাংবাদিক কুলদিপ নায়ারের একটি লেখা যা ছিলো অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও মর্মস্পর্শী। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর কোনো লেখা চোখে পড়লো না। তিনি হয়তো লন্ডনে বসে এ ঘটনার কথা জানতে পারেননি।

হোসেন আবেদ আলী, গুপ্তপাড়া, রংপুর

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন।
চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

ছবি শুধু ছবি নয়

বাঙালি জাতির রয়েছে বীরত্বপূর্ণ এক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। কিন্তু আজ সে ইতিহাস ধ্বংস হতে যাচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থে। বর্তমান প্রজন্ম এই বিকৃত ইতিহাসকে ঘৃণা করে ধিক্কার জানায়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অদ্বিতীয় নেতা। মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের সক্রিয় ভূমিকার জন্য দেশবাসী তাকে সম্মান করবে বা স্মরণ রাখবে, তার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যদি তুলনা করা হয় সেটা কখনো মেনে নেয়া যায় না। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হোক জাতি তা চায় না। ছবির বিতর্ক থেকেও জাতি মুক্তি চায়।

মোঃ রাশেদুজ্জামান জুয়েল
ময়মনসিংহ

আমরা কেন বঞ্চিত?

বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট টেলিফোন একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ প্রযুক্তি। এই টেলিফোনের কল্যাণে বিশ্বের যে কেউ যে কোনো প্রান্ত থেকে বিশ্বের অপর প্রান্তের যে কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন মুহূর্তের মধ্যেই। এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বাধা কোনো বাধাই নয়। অথচ এমন একটি আধুনিক প্রযুক্তি আমরা এখনো ব্যবহার করতে পারছি না শুধু সরকারি অনুমোদন না থাকার কারণে। দেশের নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে এই ফোনের ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে অনেক আগে থেকেই স্যাটেলাইট ফোনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাহলে আমাদের দেশে এর অনুমতি দিতে অসুবিধা কোথায়? আর আমরাই বা কেন বঞ্চিত হবো স্যাটেলাইট ফোনের মতো আধুনিক একটি যোগাযোগ প্রযুক্তি থেকে?

আহমেদ ইমতিয়াজ
বনানী, ঢাকা